দৈনিক খবর

009

তারিখ ...08 DEC. 1987... ...
পৃষ্ঠা... ...6 ... ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রী আবাসিক সুবিধা পায় না

|| ফখরুল আলম কাঞ্চন ||

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বহুদিন যাবৎ চরম আবাসিক সংকটে রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে দশ সহস্রাধিক শিক্ষার্থী আবাসিক সুবিধা পায় না। আবাসিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত এইসব ছাত্র-ছাত্রী হাজারও সমস্যার মধ্যে থেকে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছেন। আবাসিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মোট ছাত্র-ছাত্রীর দুই-তৃতীয়াংশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল দু'টির নির্মাণ কাজ শেষ হলে ১২শ' ছাত্রের আবাসিক সমস্যার সমাধান হবে। হল দু'টির নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। কর্তৃপক্ষ আশা করছেন আগামী বছরের প্রথম থেকেই ছাত্ররা হল দুইটিতে থাকতে পারবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্র-ছাত্রীর একভাগ মাত্র আবাসিক সুবিধা পায়। বাকী দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থীই আবাসিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে এই বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে বাধ্য হয়ে শিক্ষার পরিবেশহীন মেস, আত্মীয়-স্বজনের বাসা, বন্ধুদের রুমে স্থায়ী অতিথি হয়ে নানা সমস্যার মধ্যে থেকে নামে মাত্র পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দেয়া তথ্য অনুযায়ী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস '৮৫ পুস্তিকা) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৬ হাজার ৩শ' ৪৮ জন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সংখ্যা অনেক বেশী। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট, বিভিন্ন কারণে পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়া, পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব ইত্যাদি কারণে সেশন শেষ হবার পরও ছাত্রদের শিক্ষা জীবন থাকছে। এদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এভাবে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২০ সহস্রাধিক। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১টি আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসসহ মোট ১২টি আবাসিক হলে মাত্র ৬ হাজার ৫শ' ৪৪ জন ছাত্র-ছাত্রী আবাসিক সুবিধা পেয়ে থাকে। বাকী ৯ হাজার ৮শ' ৪ জন শিক্ষার্থী আবাসিক সুবিধা পায় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আবাসিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনেক বেশী। কারণ পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়া, ফল প্রকাশে বিলম্ব ইত্যাদি কারণে সেশন শেষ হবার পরও শিক্ষার্থীর ছাত্র জীবন থেকে যাচ্ছে। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ও অনিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২০ সহস্রাধিক। তাহলে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ২০ সহস্রাধিক শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র ৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রী আবাসিক সুবিধা প্রদান করতে পারছেন। বাকী প্রায় ১৩ হাজারেরও অধিক শিক্ষার্থী আবাসিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। মফস্বল থেকে আগত এই সমস্ত শিক্ষার্থীর খরচের বোঝা বাড়িয়ে শিক্ষার পরিবেশহীন এলাকায় থেকে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের আবাসিক সমস্যা আরো প্রকট। কেননা, মোট শিক্ষার্থীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশের বেশী ছাত্রী। কিন্তু এই বিপুলসংখ্যক ছাত্রীর জন্য আবাসিক হল রয়েছে মাত্র দুইটি। এই দুইটি আবাসিক হলে কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী এক হাজার ৫শ' ১১ জন ছাত্রীকে আবাসিক সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে দেখা যায়, শুধুমাত্র আবাসিক সমস্যার কারণেই মফস্বল থেকে আগত অনেক ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পরও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে পারছে না।

আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে সীট বরাদ্দের ব্যাপারে অনিয়মের অভিযোগ দীর্ঘদিনের কারণ মেধার ভিত্তিতে সীট বন্টনের নিয়ম এখনও সম্পূর্ণভাবে মানা হচ্ছে না। ফলে দেখা যায় অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র না হয়েও হলে থাকছেন, আবার অনেকে পাস করার পরও হল ছাড়ছে না। সেশন শেষ হয়েছে কিন্তু পরীক্ষা শুরু এবং ফল প্রকাশের বিলম্ব বহিরাগত মাস্তানদের দৌরাত্ম্য ইত্যাদি কারণেও বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক সমস্যা দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে।